উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশগামী পুলাপানের জন্য অবশ্য- বহনকৃত জিনিসপত্রের তালিকা

আইইউটির সিআইটি'০২ ব্যাচের অনেকে পোলাপান সেপ্টেম্বরে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশগামী হইতেছে ... সেই পোলাপানের সুবিধার জন্য একটা লিস্ট বানাইছিলাম, কি কি কিনতে হবে কি কি আনতে হবে আর কি কি না আনলেও চলবে সেইসবের ... লিস্টটা প্রথমে আমাদের নিজস্ব ফোরামে আপ্লোডিত হইছিল, পরে ভাবলাম এইটারে বৃহত্তর জনকল্যাণে ব্যবহার করা যায়, তাই পিডিএফ কইরা ফালাইলাম ...

এই ধরণের একটা লিস্ট আগেই বানানো ছিল, বানাইছে আইইউটির বায়েজীদ ভাই আর বিদ্যুত ভাই মিলে [আরও কেউ থাকতে পারে বাট আমি শুধু উনাদের নাম শুনছি, কেউ বাদ পড়ে গেলে আগেই ক্ষমাপ্রার্থী] ... আমি সেই লিস্টটারে আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আপডেট করছি, কাজেই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ...

লিস্ট দেয়ার আগে কয়েকটা ডিস্ক্লেইমার দেইঃ

ক) বিদেশে সবই পাওয়া যায়, খালি ডলার খরচ করতে হয় ... যাদের অনেক ফান্ড তাদের আসলে কিছুই দেশ থেকে নেয়ার দরকার নাই, সবই গিয়ে কিনে নিতে পারবা ... এই লিস্ট আমার মত গরিব- মিস্কিনদের জন্য যাদের ডলার খরচ করতে গায়ে লাগে ... [আর বাইরে গিয়ে শুরুতে অনেক হাবিজাবি খরচ হয়, তখন ২৫ ডলার দিয়ে টিশার্ট কিনতে মাথা গরম হওয়ারি কথা]

খ) এইটা স্পেশালি কানাডার জন্য ... তবে শীতবস্ত্র একটু কমায়ে নিলে অন্যরাও ইউজ করতে পারবে ...

গ) আমি দাম-টাম যা উল্লেখ করছি সব ডিসেম্বর ২০০৭ এর হিসাবে ... এখন সেই দাম আরো বাড়াটাই স্বাভাবিক ...

ঘ) এই লিস্ট ওপেন সোর্স, যে কেউ যেকোন জায়গায় দিতে পারবে, তবে আমার নাম উল্লেখ করাটা ভদ্রতা ...

- ফাহিম, সিআইটি'০২, আইইউটি
  জুন ২০০৮

ডিসক্লেইমার শেষ, এইবার লিস্ট শুরু ... রেডি গেট সেট গো ...

.....

শীতবস্ত্রঃ

১) ওভারকোটঃ অপশনাল ... আমি একটা আনছিলাম কিন্তু মাইনাস টুয়েন্টি ফাইভেও পরা হয় নাই ... বঙ্গতে পাবা, দাম পড়বে ৭০০ এরাউন্ড [চাবে কিন্তু দেড় হাজার আগেই বলে রাখলাম] ...

২) হেভী জ্যাকেটঃ মাস্ট ... মিনিমাম একটা, ম্যাক্সিমাম দুইটা ... বঙ্গতে পাওয়া যাবে, মামাদের বলবা সবচে গরমটা দেখান, কানাডার জন্য, তাহলে ওরাই বের করে দেখাবে ... হুড থাকবে, জিনিসটা অনেক মোটা হবে, আর ভেতরে ফোম জাতীয় কিছু একটা আছে বোঝা যাবে ... দাম পড়বে ৬০০ থেকে ৭০০ এর মধ্যে ...

৩) সামার জ্যাকেটঃ এইটা আমাদের দেশে যেই জ্যাকেট পরি সেইগুলি, এইখানে স্প্রিং আর ফলে পরার জন্য ... মিনিমাম একটা, ম্যাক্সিমাম দুইটা আনবা ... বঙ্গতে দেখবা হুড লাগানো কিছ পাতলা জ্যাকেট আছে, ওইগুলি কেনার ট্রাই করবা ... দাম ভ্যারিয়েবল, আমার একটা নিছে আড়াইশো, আরেকটা সাতশো; [আড়াইশোটা একদমই সিম্পল, সাতশোটা বেশ ক্যারিকেচার করা যায়, যেমন দুইদিকেই উল্টায়ে পরা যায়, দুইদিকে দুই রকম ম্যাটেরিয়াল, অনেক বেশি ফ্যাশনেবল ইত্যাদি ইত্যাদি ...]

=> ওভারকোট আর জ্যাকেট কেনার সময় অবশ্য দ্রষ্টব্যঃ

* অবশ্যই ওয়াটারপ্রুফ হইতে হবে ... নাহলে কঠিন ধরা খাবা ...
* হুড থাকাটা খুবই জরুরি ...
* রিবক, নাইকি, উইলসন, নর্থফেস, এডিডাস এইসব ব্র্যান্ড এখানে খুব চলে, এইসব ব্র্যান্ডের ছাপমারা থাকলে ভালো ... বঙ্গতে পাওয়া যাবে ...

৪) হুডিঃ হুডি হইলো হুড লাগানো ভারী গেঞ্জি [http://en.wikipedia.org/wiki/Hoodie] ... দেশের বাইরে খুব চলে ... সমস্যা হইলো এই জিনিস বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যায় না ... আমি নিউমার্কেটে পাইছিলাম কয়েকটা ... এছাড়া ওয়েস্টেক্স, প্রিটেক্সে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে বাট অনেক দাম ... নিউমার্কেটে পাইলে দুই-তিনটা কিনে ফেলবা ... দাম ২৫০ ... দুই রকম আছে, সামনে জীপার সহ, আর জীপার ছাড়া; জীপার ছাড়াটা চলে বেশি কিন্তু আমার পছন্দ জীপার সহটা ...

৫) সোয়েটারঃ ফুলহাতা, শীতের সময় জ্যাকেটের নিচে পরার জন্য, দুইটা যথেষ্ট... বঙ্গ-নিউমার্কেটে কম দামে আর বসুন্ধরা সিটিতে গুয়ামারা দামে পাওয়া যাবে ... বঙ্গতে দাম এরাউন্ড ২০০-২৫০ ...

 # নন-শীতবস্ত্রঃ

১) জিনসঃ মিনিমাম তিনটা, ম্যাক্সিমাম ছয়টা, অপটিমাম চারটা ... রং নীলের যেকোন শেড ... হাল্কা ফেড বা স্ট্রেচ থাকলে ভালো ... বঙ্গ আর নিউমার্কেটে সস্তায় পাওয়া যায় কিন্তু ঐখানে ট্রায়াল রুম নাই তাই আমার পছন্দ না ... আমি সাজেস্ট করবো ওয়েস্টেক্স ... ওদের জিনসের কোয়ালিটি একেবারে উরাধুড়া না হইলেও খারাপ না ... আর সুবিধা হইল সাইজ অনুযায়ী সাজানো থাকে, যতগুলি ইচ্ছা নিবা, নিয়ে ট্রায়াল দিবা, আবার রেখে দিবা, নো বডি কেয়ারস ... [আমি মোটামুটি বিশটা জিনস পইরা ট্রায়াল দিয়া তিনটা কিনছিলাম] ... ওয়েস্টেক্সে জিনসের দাম ৮০০-১০০০, কিন্তু ওরা কয়দিন পরপরই সেল দেয়, তখন ১৫-২০% ছাড় পাওয়া যায় ...

২) গ্যাবার্ডিনঃ এক-দুইটা আনা ভালো, বিশেষ করে অনেক পকেট লাগানো "মোবাইল প্যান্ট" ... সামারে খুব কাজে দেয় ... নিউমার্কেট বা ধানমন্ডির বিগ বসে পাবা ... দাম ২৫০-৫০০ ...

৩) টীশার্টঃ নতুন মিনিমাম একডজন ... টিশার্ট বেশি আনতে সাজেস্ট করবোও কারণ এখানে

পোলাপান টীশার্টই বেশি পরে ... আয়রন করার ঝামেলা নাই, অনেক বেশি কম্ফোর্টেবল ... যে কয়টা কিনবা তার অর্ধেক হবে ফুলহাতা, অর্ধেক হাফহাতা ... একসময় নিউমার্কেটের ফুটপাতে সস্তায় ভালো টীশার্ট পাওয়া যাইত কিন্তু সেই দিন আর নাই ... নিউমার্কেটের ভেতরে এখনো কিছু ভালো টীশার্ট পাওয়া যায় কিন্তু দাম ১৫০ এর কম না ... তাই আমি সাজেস্ট করি আজিজ মার্কেট ... অনেক দোকান, অনেক সাইজ ... দাম ১৪০- ২০০ ...

পুরান টীশার্ট নিয়ে আসবা পাচ- ছয়টা ঘরে পরার জন্য ...

=> জিন্স ও টীশার্ট কেনার সময় অবশ্য দ্রষ্টব্যঃ
* ভুলেও হাল- ফ্যাশন অনুযায়ী শরীরের সাথে লেগে থাকা জিনিস কিনবা না, একটু যাতে ঢোলাঢালা হয় সেই খেয়াল রাখবা ...
* ভুলেও গোলাপি বা গোলাপির কাছাকাছি কোন কিছু কিনবা না ...
কিনলে পাবলিক গে মনে করে কুপ্রস্তাব দিবে :-D ...

৪) ফর্মাল শার্টঃ দুইটার বেশি আনার দরকার নাই, সাথে ম্যাচিং টাই থাকলে নিয়ে আসবা ... ফর্মাল ডিনার বা প্রেজেন্টেশনে কাজ দেয় ...

৫) ক্যাজুয়াল শার্টঃ দুই- তিনটা আনা যায় বাট আমি কোন দরকার দেখি না ... শার্ট পরা অনেক ভেজাল ...

৬) ফর্মাল প্যান্টঃ এক- দুইটা আনা ভালো, বাট সেগুলি ফর্মাল ফাংশন বা প্রেজেন্টেশনের জন্য ... নরমাল টাইমে জিন্স বা গ্যাবার্ডিন ...

৭) ব্লেজারঃ থাকলে সাথে নিয়ে আসবা, কাজে লাগবে ...

৮) থ্রী- কোয়ার্টার/ট্রাউজারঃ মিনিমাম তিন- চারটা নিয়ে আসবা ... বাসায় পরা, প্লাস ঘুমানো, প্লাস ফুটবল খেলা, প্লাস জগিং, প্রত্যেকটা কাজে লাগানোর যায় এমন হিসাব করে আনবা ... খেলাধূলা বা জগিংয়ের কথাটা মাথায় রাইখো ... সাঁতারের জন্যও সুইটেবল শর্টস বা থ্রী- কোয়ার্টার নিয়ে আসবা [সব ভার্সিটিতেই সুইমিং পুল থাকে, সেখানে ছেলে- মেয়ে একসাথে সাঁতার কাটে, এই মজা মিস করা ঠিক না ;-)]

৯) টাওয়েলঃ দুইটা, বড় দেখে ...

১০) বেডকভার, বালিশের কভারঃ দুই সেট, সিঙ্গেল সাইজ [যদি না গার্লফ্রেন্ড বানানোর শখ থাকে ;-)]...

১১) কাঁথাঃ একটা ...

১২) পাঞ্জাবীঃ একটা আনতে পারো, ঈদ- টিদের জন্য [আমি জানিনা এটার আদৌ দরকার আছে কিনা] ...

 # জুতাঃ

১) কেডসঃ একজোড়া ... নাইকি বা রিবকের থেকে আনতে পারলে ভালো [অনেক দাম কিন্তু, পাচ- ছয় হাজারের নিচে নাই] ... না হইলে আমাদের বাটা ... ভুলেও সস্তা ফুটপাতিয়া জিনিস কিনবা না কারণ এখানে ঠান্ডায় দুই দিনে সোল ফেটে যাবে ... বাটাও অনেক সময় ফেটে যায় ... কিন্তু রিবক বা নাইকি এদিক দিয়ে সেফ, বাট সেই রকম দাম ... [এখানে একেবারে অর্ডিনারি কেডসের দামও ২৫- ৩০ ডলার, কাজেই পয়সা বাচানোর জন্য ২০০- ৩০০ টাকার কেডস কিনলে পরে ধরা খাওয়ার চান্স আছে]

২) স্যান্ডেল সুঃ একজোড়া, চামড়ার চেয়ে একটু ফোম টাইপ কিনতে পারলে ভালো ... বাটা উইনব্রেনার সবচে ভালো চয়েস ...

৩) স্যান্ডেলঃ একজোড়া, ঘরে পরার জন্য ...

৪) স্নো বুটঃ এই জিনিস ঢাকায় পাবা না, এইখানে এসে কিনতে হবে, ওয়াল মার্টে দাম ২৫- ৩০ ডলার ... বরফের উপর দিয়ে হাঁটার জন্য ...

 # এক্সেসরিজঃ

১) আন্ডুঃ পরিমাণমত, এইখানে পার পিস ৫- ৬ ডলার মনে হয় ...

২) মোজাঃ শীতের জন্য মিনিমাম ৩- ৪ জোড়া [যাদের পায়ে পাচশো হর্স পাওয়ারের গন্ধ হয় তারা আরো বেশি] ... এই ধরণের মোজারে বলে "নীট উওভেন" ... বাটায় স্পোর্টস মোজা নামে পাওয়া যায় ... বেশ মোটা, দেখলেই বুঝবা ... দাম ৬০- ৭০ করে ...

গরমের জন্য পাতলা মোজা তিন- চার জোড়া মিনিমাম, সুতি হইলে ভালো ... এইখানে সুতি মোজার দাম পাঁচ ডলার এরাউন্ড ... দেশ থেকে না আনলে এখানে থেকে কিনতে পারো ...

৩) হ্যান্ড গ্লাভসঃ দুই জোড়া ... ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ের, বেশ মোটা ... বঙ্গতে গেলেই দেখাবে ... দাম পড়বে ৫০ এরাউন্ড ... লেদারের গ্লাভস আনার দরকার দেখি না ...

৪) উলেন টুপিঃ মিনিমাম দুইটা ... বঙ্গতে পাওয়া যায় ... কেনার আগে পরে দেখবা কান ঢাকে কিনা ... দাম ৪০- ৫০ ম্যাক্সিমাম ...

৫) মাফ্লারঃ দুইটা, উলেন, বঙ্গ থেকে ... দাম ৫০- ২০০, কোয়ালিটি ভেদে ...

৬) ইনারঃ এইটা প্যান্টের ভেতরে পরার জন্য, খুব শীতে ... মিনিমাম দুইটা আনা উচিৎ ... দাম পঞ্চাশের মত ... দুই রকম পাওয়া যায়, গেঞ্জি কাপড়ের, আর একটু মোটা কাপড়ের ... যেকোনটা চলবে ...

৭) বেল্টঃ ভালো দেখে দুইটা আনা উচিৎ ...

৮) ওয়ালেটঃ এইটাও দুইটা আনলে ভালো, প্রেমিকা থাকলে গিফটে পাওয়ার চান্স আছে :- D

৯) ছাতা/ রেইনকোটঃ একটা ছাতা আনা যাইতে পারে ছোট দেখে ... অথবা একটা রেইনকোট ... রেইনকোট আনলে ওভারকোট স্টাইলেরটা না এনে জ্যাকেটা স্টাইলের আনা ভাল ... এইখানে টিপ টিপ বৃষ্টির বেশি হয় না ... কাজেই খুব ভয় না পাইলেও চলবে ...

 # ব্যাগ- বোচকাঃ

১) ব্যাকপ্যাকঃ মাস্ট মাস্ট মাস্ট ... ভালো দেখে একটা ব্যাকপ্যাক আনবা যেটা বস্তা সাইজ বড়ও না আবার ভ্যানিটি ব্যাগ সাইজ ছোটও না ... এবং অবশ্যই যাতে ল্যাপ্টপ ক্যারি করার আলাদা চেম্বার থাকে ... এইটা ঘাড়ে নিয়া তোমারে অনেক হাঁটতে হবে কাজেই সস্তা কিছু আনলে পুরা ধরা খাবা ... আমার সাজেশন হচ্ছে নিউমার্কেট ব্যাগ পাড়ায় যাবা ... গিয়া বলবা ল্যাপ্টপ ক্যারি করার ব্যাকপ্যাক দেখান ... বাংলাদেশে AOKing ব্র্যান্ডের একটা ব্যাকপ্যাক পাওয়া যায় ল্যাপ্টপ নেওয়ার ... ওইটা খুব ভালো ... ঐটা পাইলে ঐটাই কিনবা ... দাম পড়বে ৭০০-৮০০ ...

এইখানে ভালো ল্যাপ্টপ ব্যাকপ্যাকের দাম শুরুই হয় ৪০-৫০ ডলার থেকে...

এই ব্যাকপ্যাকটা দেখতে মোটামুটি এইরকম হবেঃ (ভেতরে ল্যাপটপ রাখার জায়গাটা খেয়াল কইরো)

২) লাগেজঃ দুইটা বড় সুটকেস ... এয়ারলাইনের রুল হচ্ছে দৈর্ঘ্য- প্রস্থ- উচ্চতা মিলায়ে ৬৩ ইঞ্চির বেশি হতে পারবে না ... নিউমার্কেটে পাবা, চাকা লাগানো ... প্রেসিডেন্টস বলে একটা ব্রান্ড আছে বেশ ভালো ... আমার দুইটার দাম পড়ছিলো ৫০০০ টাকা ... [এর চেয়ে কমেও ছিল কিন্তু সেসব মডেল পছন্দ হয় নাই] ... সস্তা কিছু কিনবা না, এয়ারপোর্টেই যদি চাকা ভাইঙ্গা যায় তো মার্ডার কেস ...

৩) হ্যান্ড লাগেজঃ এইটা প্লেনে সাথে রাখা যায় [কাজেই সকল জরুরী কাগজপত্র এইটায় রাখতে হবে যাতে হারায়ে না যায়] ... মাপ দৈর্ঘ্য- প্রস্থ- উচ্চতা মিলায়ে সর্বোচ্চ ৪৫ ইঞ্চি, এই সাইজেরও সুটকেস পাওয়া যায়, কিন্তু আমি প্রেফার করি বড় ব্যাকপ্যাক ... কারণ ব্যাকপ্যাক ঘাড়ে নেয়া সুবিধা, আর বিদেশে আসার পরে ঘুরতে টুরতে বা ক্যাম্পিংয়ে গেলে তখন ব্যাকপ্যাক বেশি কাজে লাগে ... আমি এইটাও কিনছিলাম AOKing ... ৮০০ নিছিলো ...

[প্লেনে কিন্তু দুইটা সুটকেস আর একটা হ্যান্ড লাগেজের বেশি এলাও করে না, কাজেই ল্যাপ্টপের ব্যাকপ্যাকটা কোন এক্টা সুটকেসে ঢুকায়ে দিবা]

 # টেকনোলজিঃ

১) ওয়েবক্যাম, হেডফোন, ইউএসবি মাউসঃ এইখানে এগুলির অনেক দাম [এক্টা মাউস ৪০-৪৫ ডলার], দেশ থেকে আনবা ...

২) ইউএসবি হার্ডড্রাইভঃ খুবই কাজের জিনিস, নিয়ে আসবা ...

৩) ব্ল্যাঙ্ক সিডি- ডিভিডিঃ এক বক্স করে আনলে ভালো ...

৪) পেন ড্রাইভ ...

৫) সায়েন্টিফিক ক্যাল্কুলেটর ...

৬) একটা মোবাইল সেট [খুব জরুরী কিছু না, যদি এক্সট্রা থাকে নিয়ে আসতে পারো, আমি আনি নাই]

৭) সমস্ত পাইরেটেড সফটওয়ার, উইন্ডোজ এক্সপি সহ ... ডিভিডি রাইট করে নিয়ে আসবা, কাজে লাগবে ... মুভি ডিভিডি আনার কোন দরকার নাই, যেটা দরকার টরেন্ট দিয়ে নামায়ে নেয়া যাবে ...

৮) একটা ছোট এলার্ম ক্লক ...

 # অন্যান্যঃ

১) শেভিং কিট, চিরুনি ইত্যাদি ইত্যাদি ... এইখানে কসমেটিকের দাম বাংলাদেশের মতই ... খামাখা বেশি করে আনার দরকার নাই ...

২) গুড়া মসলাঃ হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনিয়া, গরম মসলা ... অনেকদিন চলার মত নিয়ে আসবা ... যারা বড় শহরে যাবা তাদের সমস্যা নাই, ইন্ডিয়ান শপে পাবা ... যারা ছোট শহরে যাবা তারা খেয়াল রাইখো ...

৩) প্যারাসিটামল, পেট- খারাপ, জ্বর, মাথাব্যাথা, গ্যাস্ট্রিক, ওরস্যালাইন, শ্বাসকষ্টের রোগী হইলে ইনহেলার এইসব নিয়ে আসবা কিছু ... হোমিপ্যাথি আয়ুর্বেদি স্বপ্নে- পাওয়া মালিশ সালসা যা কিছুর অভ্যাস আছে সব ...

৪) চাইলে প্রথম দুই একদিন খাওয়ার জন্য রান্না করা শুকনা খাবার নিয়ে আসা যায় ... তবে ইমিগ্রেশনে মাংস জাতীয় কিছু আনতে দিবে না মনে রাইখো ... মাছ ঠিকাছে ...

৫) কিছু কলম, পেন্সিল, স্ট্যাপলার, কেচি, নেলকাটার ইত্যাদি ইত্যাদি ... [এইগুলি অবশ্যই মেইন সুটকেসে দিবা, হ্যান্ডব্যাগে রাখলে হিথ্রোতে গুয়ামারা দিবে]

৬) তুলার বালিশঃ বাইরে তুলার বালিশ পাওয়া যায় না, সব ফোমের ... বড়ই অস্বস্তিকর ... তাই যাদের বালিশ নিয়া খুঁতখুঁতানি আছে তারা একটা ছোটখাট বালিশ সুটকেসের চিপায় ঢুকায় ফেলতে পারো ...

 # ডকুমেন্টসঃ

১) সমস্ত সার্টিফিকেট, এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট, থীসিস, পাব্লিকেশন্স, জব রিলিজ লেটার এইগুলির মূল কপি নিয়ে আসবা ... আর এক কপি বাসায় বাপ- মারে বুঝায়ে দিয়ে আসবা, কাজে লাগতে পারে ...

২) পারলে কিছু পাস্পোর্ট আর স্ট্যাম্প সাইজ ফটো নিয়ে আসবা ...

৩) পাস্পোর্ট- ভিসার ফটোকপি রাখবা ...

৪) বিএসসি সার্টিফিকেট আর মার্কশীটের পাঁচ- ছয়টা কপি ক্লোজ খামে ভইরা ভার্সিটির সীল দিয়া মাদারচোদ রেজিস্টারের [আইইউটি না হইলে বিশেষণটা বাদ দিয়ে পড়তে হবে] সাইন নিয়া রেডি করে নিয়া আসবা ... পরে পিএইচডির এপ্লাইএর সময় কাজে লাগবে (পিএইচডি কর আর নাই কর অপশন খোলা রাখাটা জরুরী, যারা ডিরেক্ট পিএইচডিতে যাবা তাদের অবশ্য এই ভেজাল নাই)...

 # চশমুদ্দিনদের জন্যঃ [অতি অতি জরুরী]

১) যারা চশমা পর, অবশ্যই অবশ্যই আসার আগে চোখ দেখায়ে নতুন অন্তত তিন- চার সেট চশমা বানায়ে নিয়ে আসবা ... এবং রিমলেস বেশি না বানায়ে হার্ড- রিম বা কার্বন ফ্রেমের চশমা কিনবা ... আর প্রেস্ক্রিপশন আর একটা স্যাম্পল চশমা দেশে বাপ- মাকে দিয়ে আসবা যাতে দরকার পড়লে বানায়ে পাঠাইতে পারে ... এইখানে এক এক পিস চশমার দাম মিনিমাম ১৫০ ডলার, এবং বেশিরভাগ স্টুডেন্ট হেলথ ইন্সুরেন্স চশমার খরচ কাভার করে না ...

২) যারা চশমা পর না এবং চোখ ঠিক আছে বলে বিশ্বাস কর তারাও কাইন্ডলি একবার চোখ দেখায়ে আসবা, এইখানে আসার পরে যদি টের পাও চোখ খারাপ হইছে তাইলে কিন্তু ধরা ...

৩) যাদের দাঁতের সমস্যা আছে তারা দেশ থেকেই ফিলিং- কিলিং সব করে আসবা, যাদের নাই তারাও দাঁত দেখায় আসবা ... হেলথ ইন্সুরেন্স দাঁতের খরচ খুবই কম কাভার করে, কাজেই সময় থাকতে সাবধান হও ...

বঙ্গ থেকে কেনাকাটার কিছু টিপ্সঃ

১) দুইদিন যাবা, প্রথমদিন খালি ঘুরে ঘুরে দেখবা, হাল্কা দামাদামি করবা কিন্তু কিছু কিনবা না ... কোথায় কোনটা ভালো বোঝার ট্রাই করবা ... সেকেন্ড দিন কিনবা ...

২) দাম চাবে তিন- চারগুণ ... শুনে মাথা ঘুরায়ে পড়ে যাবা না ... আমি এখানে যা দাম লিখে দিছি সেটাই আসল দাম বিশ্বাস রাখবা ... তার চেয়ে বড়জোর ৫০- ১০০ টাকা বেশি হইতে পারে ... কাজেই সেইভাবে দামাদামি শুরু করবা, কাজ হবে ...

৩) একলা যাওয়ার চেয়ে সাথে দুইএকজন নিয়ে যাওয়া ভালো ...

এনজয় ইয়োর শপিং :-D